সমকাল

তাং ... 04 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ... ২

জঙ্গিবাদ নির্মূলে অঙ্গীকার শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের

সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমাবেশ

■ বিশেষ প্রতিনিধি

রাজধানীসহ সারাদেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গতকাল শনিবার 'জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবিরোধী' সভা-সমাবেশ হয়েছে। 'জঙ্গিবাদ' ও উগ্রবাদের শিকড় উপড়ে ফেলতে দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবক, ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। এসব সভা-সমাবেশ থেকে জঙ্গিবাদ প্রতিহতের পাশাপাশি একটি সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ের ডাক এসেছে।

দেশজুড়ে একযোগে আয়োজিত এসব সভায় বিশিষ্টজন বলেছেন, সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধ অবস্থানে থাকলে জঙ্গিরা শিক্ষার্থীদের বিপথগামী করতে পারবে না। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের টার্গেট করে যে মিশন নেওয়া হয়েছে, শিক্ষা পরিবার তা কখনোই সফল করতে দেবে না। বাংলাদেশের মাটিতে জঙ্গিবাদ কোনোদিন স্থায়ী ভিত্তি গড়তে পারেনি, অদূর ভবিষ্যতেও পারবে না।

সকাল থেকে সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শুরু হয় জনসচেতনতামূলক এসব সভা-সমাবেশ। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা আবার প্রতিষ্ঠানের সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে জঙ্গিবাদকে 'না' বলেছেন।

রাজধানীতে জঙ্গিবাদবিরোধী প্রধান সমাবেশটি অনুষ্ঠিত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে টিএসসি মিলনায়তনে। 'সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে আমাদের করণীয়' শীর্ষক আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। আলোচনায় অংশ নেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঘোষিত দেশব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সভার

■ পৃ. ১৫ : ক. ৭ ● ছবি পৃষ্ঠা-১৯, আরও খবর : পৃষ্ঠা-৫

জঙ্গিবাদ নির্মূলে অঙ্গীকার

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

আয়োজন করা হয়।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বলেন, সব শ্রেণি-পেশার মানুষ ঐক্যবদ্ধ হলে অচিরেই দেশ থেকে জঙ্গিবাদ নির্মূল করা সম্ভব হবে। তিনি বলেন, জঙ্গিরা কোমলমতি শিক্ষার্থীদের বিপথগামী করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। তাই অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের এ ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে। কোনো শিক্ষার্থী টানা ১০ দিন অনুপস্থিত থাকলে অভিভাবকদের কাছে খোঁজ নিতে হবে। তিনি জানান, পাঠ্যপুস্তকেও জঙ্গিবাদবিরোধী সচেতনতামূলক নিবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইসলামকে শান্তি ও মানবতার ধর্ম অভিহিত করে মন্ত্রী বলেন, মানুষ হত্যা করে কখনও জান্নাতে যাওয়া যাবে না।

নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমানে আবার যখন দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, তখন দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি ও ভাবমূর্তি ধ্বংস করতে পরিকল্পিতভাবে তারা জঙ্গি হামলা চালাচ্ছে। মহান ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধসহ সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নেতৃত্ব দিয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, জঙ্গিবাদ নির্মূলেও এই বিশ্ববিদ্যালয় নেতৃত্ব দেবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী। কোনোভাবেই তারা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের সঙ্গে আপস করবে না।

সভায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান বলেন, জঙ্গিবাদের ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। তাদের চিহ্নিত করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে তুলে দিতে হবে। সবাই সচেতন হলে জঙ্গিরা বাংলাদেশে আস্তানা গাড়তে পারবে না।

ঢাবি শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ কামালের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য রাখেন শিক্ষা সচিব মো. সোহরাব হোসাইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সৈয়দ আলী আকবর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি আবিদ আল হাসানসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী সমিতি, কারিগরি কর্মচারী সমিতি ও চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী ইউনিয়নের নেতারা।

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় : শেকৃবি প্রতিনিধি জানান, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদবিরোধী সচেতনতামূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন উপাচার্য প্রফেসর ড. কামাল উদ্দিন আহাম্মদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য এবং ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা পরিচালক প্রফেসর ড. মো. সেকেন্দার আলীর সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে সভায় উপস্থিত ছিলেন ট্রেজারার প্রফেসর ড. মো. আনোয়ারুল হক বেগ, কৃষি অনুষদের ডিন প্রফেসর মো. রুহুল আমিন, এগ্রিবিজনেস ম্যানেজমেন্ট অনুষদের ডিন প্রফেসর নুর মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ, অ্যানিমেল সায়েন্স অ্যান্ড ভেটেরিনারি মেডিসিন অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোফাজ্জল হোসাইন, প্রক্টর ড. মো. মিজানুর রহমানসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা।

নবকুমার ইনস্টিটিউট : খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেছেন, দেশের উন্নয়নের চাকা বন্ধ করতে একাত্তরের পরাজিত শক্তি দেশে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে। তারা দেশকে একটি অকার্যকর রাষ্ট্র বানাতে চায়। বিশ্ব দরবারে প্রধানমন্ত্রীর ইমেজ নস্যাৎ করতেই এ ষড়যন্ত্র চলছে। এদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। গতকাল রাজধানীর নবকুমার ইনস্টিটিউটে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবিরোধী সভায় খাদ্যমন্ত্রী এ কথা বলেন। সভায় আরও বক্তব্য রাখেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহে আলম মুরাদ প্রমুখ।

ভিকারুননিসা নূন স্কুল : রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে জঙ্গিবাদবিরোধী সমাবেশে অংশ নেন পুলিশের কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিটের প্রধান মনিরুল ইসলাম। তিনি বলেন, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কিছুদিনের মধ্যে জঙ্গিবাদ পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করা যাবে।

অনুষ্ঠানে কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন গুলশান হামলার প্রসঙ্গ টেনে বলেন, জঙ্গিরা একজনকে বন্ধুদের রেখে চলে যেতে বলেছিল। কিন্তু বন্ধুদের রেখে ওই যুবক চলে আসতে চায়নি। এটাই বাংলাদেশের প্রাণের শক্তি। উপস্থিত ছাত্রীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, তোমরা এই শক্তিকে লালন করবে। সম্মিলিত প্রয়াসেই দেশকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেওয়া যাবে। অধ্যক্ষ সুফিয়া খাতুনের সভাপতিত্বে সমাবেশে কলেজের শিক্ষক, অভিভাবক প্রতিনিধি ও দুই ছাত্রী বক্তব্য রাখেন।

ডুয়েট : শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঘোষিত কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডুয়েট) উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলাউদ্দিন বলেন, জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে শিক্ষার্থীদের নৈতিক শিক্ষা অর্জন করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি অভিভাবকদেরও সচেতন হতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান চৌধুরীর সভাপতিত্বে জঙ্গিবাদবিরোধী সমাবেশে আরও বক্তৃতা করেন ছাত্রকল্যাণ পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. কামরুজ্জামান, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. গণেশ চন্দ্র সাহা, অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডা. এমদাদুল হক, কর্মচারী সমিতির সভাপতি মোক্তার হোসেন, ডুয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবদুল হক, কেন্দ্রীয় মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম মাওলানা আবু বকর প্রমুখ।

মাষ্টারমাইন্ড স্কুল : ধানমণ্ডিতে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল মাষ্টারমাইন্ডে জঙ্গিবিরোধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে ঢাকা মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার শেখ মারুফ হাসান বলেন, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পুলিশ জঙ্গি দমন করছে এবং তাতে সফলতা এসেছে। জঙ্গি ও সন্ত্রাসীদের বিষয়ে তথ্য দিয়ে শিক্ষার্থী, তাদের অভিভাবক ও সাধারণ মানুষকে জঙ্গি দমনে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান পুলিশের এই কর্মকর্তা। জঙ্গিবিরোধী ওই সমাবেশে মাষ্টারমাইন্ডের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা অংশ নেন।

ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ : বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটরিয়ামে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ, বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান শেলী। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরীর সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন 'মানস'-এর সভাপতি অধ্যাপক ডা. অরূপ রতন চৌধুরী, ড. মাহমুদুর রহমান (আনু মাহমুদ)।

নজরুল ইনস্টিটিউট : জঙ্গিবাদবিরোধী সমাবেশে অংশ নিয়ে আওয়ামী লীগ নেত্রী ফজিলাতুন্নেছা ইন্দিরা শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবকদের সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান।

মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় : প্রধান শিক্ষক সৈয়দ হাফিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক নুরুল ইসলাম খোকন, শিক্ষক শহীদুজ্জামান, ফরিদা ইয়াসমিন প্রমুখ।

এ ছাড়া মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ড্যাফোডিল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ফারইস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান জঙ্গিবাদবিরোধী সমাবেশের আয়োজন করে।